Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৮শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১৭ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৩৬৮ ইংরাজী 31st May. 1961 { ৩য় সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...

দীপ্তি লণ্ঠন

ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

C. P. Seavr

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কাঠি কেটে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ প্রাইভেট লিঃ

৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবন

রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ওয়েষ্ট বেঙ্গল বুক-বাইণ্ডিং হল

এখানে সকল প্রকার বই ও খাতা সুলভে বাঁধান হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীজি, সি, ঘোষ, রঘুনাথগঞ্জ।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৭ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার সন ১৩৬৮ সাল।

কংগ্রেস

—•—

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই সহরে প্রথম কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। ইহাই ভারতের প্রথম জাতীয় মহাসমিতি। ইহাকেই ইংরাজীতে কংগ্রেস বলে। এই কংগ্রেসের সভাপতির আসন গ্রহণ করেন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। নাম শুনিয়াই বুঝিতে পারিতেছেন—ইনি বাংলার ছেলে। ইংরাজ রাজত্বে ভারতের জাতীয় মহাসভার সভাপতিত্ব করিতে বাংলা হইতে যোগ্যতম ব্যক্তিকে মনোনীত করা হইয়াছিল। ইংরাজ রাজত্বে শ্রেষ্ঠ বক্তা বাছিয়া লওয়া হইয়াছিল বাংলা দেশ হইতে। কংগ্রেস সভাপতির সম্মান ভারতের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হইতে উচ্চতম বলিয়া গণ্য হয়। বাঙালী উমেশচন্দ্র ইনি ডবলিউ, সি, ব্যানার্জি বলিয়া পরিচিত। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে ইনি সারা ভারতের মধ্যে এই সম্মান সর্ব্বপ্রথম প্রাপ্ত হন। গত ২৭শে মে (১৯৬১) বাংলার দুর্গাপুরে (শ্রেষ্ঠ শিল্পাঞ্চল) কংগ্রেস আরম্ভ হইয়াছে। সভাপতি শ্রীসঞ্জীব রেড্ডী। ইহাই শেষ অধিবেশন। বোম্বাই সহরে প্রথম কংগ্রেসের সভাপতি কি পরিমাণ সম্মান পাইয়াছিলেন, তাহা আমরা বর্ত্তমান ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর পিতৃদেব পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর কলিকাতা অধিবেশনে কংগ্রেসের সভাপতিরূপে যেভাবে সম্মানিত হইয়াছিলেন তাহা সচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া ধন্য হইয়াছি। আর মনে মনে ভাবিয়াছি কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি ডবলিউ, সি, ব্যানার্জি বোম্বাই সহরে না জানি কতই সম্বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। বলিতে লজ্জা করে ইংরাজের অধীন রাজ্যে এই সম্বর্দ্ধনা।

দুইদিন আগে স্বাধীন ভারতে দুর্গাপুর কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতি শ্রীসঞ্জীব রেড্ডীকে আসামের বাঙালী নিধনের কোন প্রতিকার না করার জন্য অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া ছুরিকা হস্তে আক্রমণ করিয়া শ্রীদুলাল পাল নামক এক যুবক পুলিশের হস্তে গ্রেপ্তার হইয়াছে। আমরা ইংরাজ রাজ্যে পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর সম্বর্দ্ধনার সহিত বর্ত্তমান স্বাধীন ভারতে বর্ত্তমান কংগ্রেস সভাপতি শ্রীরেড্ডির প্রাণনাশোদ্যম দেখিয়া হতবাক্ হইয়াছি। ভারত এখন কংগ্রেস-রাজ্য। কংগ্রেসই ইহার শাসনকর্ত্তা। কেহ কেহ বর্ত্তমান শাসনের কদর্থ করিয়া বলে যে "কংগ্রেস" শব্দের মধ্যে "গ্রে" আছে ইংরাজীতে "গ্রে" মানে পাকা চুল। পাকা চুল বৃদ্ধ অনেকে মরিয়া গিয়াছেন। রাজা গোপালাচারিয়ার মত বৃদ্ধ (গ্রে) আচার্য্য কৃপালনীর মত বৃদ্ধ (গ্রে) কংগ্রেসে নাই। "কংগ্রেস" শব্দের 'গ্রে' বাদ গেলে থাকে **"কংস"** তাই এই রাজ্যে কংস রাজার মত অত্যাচার। কংস নিধন না হইলে সুখের রাজত্ব আসিবে না। তাই বুঝি ছুরিকা হস্তে কংগ্রেস সভাপতির উপর আক্রমণ।

আইনের ধারা ও নয়নের ধারা

—•—

যে রাজবিধি অনুসারে বিচার হয়, তাহার নাম আইন। আইনের এক একটি পরিচ্ছেদকে আইনের ধারা বলে। কোন তরল বস্তুর অনবরত ক্ষরণকেও ধারা বলে। চোকের জল নির্গত হইয়া অবিরত গাল ভিজাইয়া পতিত হইলে সেই জলপ্রবাহকে নয়নধারা বলে। রাজশক্তি আইনের ধারা অনুসারে বিচার করে। রাজার বিচারালয়ে যাহার যাইবার সামর্থ্য নাই বা আইনের অপপ্রয়োগ জন্য যে ব্যক্তি সুবিচার প্রাপ্তিতে বঞ্চিত হয়, তাহার নয়নধারা দেখাইয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র বিচারকর্ত্তা ভগবানের দরবারে বিচারপ্রার্থী হওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। পুরাণ বা ইতিহাস সদৃশ-ঘটনাবলী পুনরুক্তি করিয়া থাকে। ইংরাজগণও ইহা স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন—"হিষ্ট্রী রিপিটস্ ইটসেল্ফ্"।

১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে বাদশা শাহ্জাহানের তৃতীয় পুত্র আওরঙ্গজেব পিতাকে বন্দী করিয়া, সহোদর-গণকে হত্যা করিয়া নিজের বাদশাহী তক্ত নিষ্কণ্টক করিয়াছিলেন, ইতিহাসে ইহা পাঠ করিয়া অনেকে শিহরিয়া উঠেন। রাজ্যলিপ্সা ও সেই রাজ্য নিষ্কণ্টকে ভোগ করিবার প্রলোভন পৌরাণিক ঘটনাতেও বর্ণিত আছে।

মথুরায় কংস নামক জনৈক দৈত্য স্বপিতা উগ্রসেনকে বন্দী করিয়া মথুরার সিংহাসন অধিকার করেন। কংসের খুড়তুতো ভগ্নী দেবকীর বিবাহ সময়ে কংস দৈববাণীতে জানিতে পারেন যে দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তান তাঁহাকে সংহার করিবে। রাজ্যের এবং শাসকবৃন্দের নিরাপত্তার জন্য যাহার দ্বারা বিঘ্ন উৎপন্ন হইবার আশঙ্কা করা হয়, তাহাকেই বিনা বিচারে আটক রাখা হয়, কোন কোন রাজ্যে কায়দা করিয়া হত্যার কথাও শোনা যায়। দ্বাপর যুগে কংস রাজ্যেও সে পদ্ধতির অভাব ছিল না। দৈববাণীতে বিশ্বাস করিয়া দুর্বৃত্ত কংস খুড়তুতো ভগ্নী দেবকী ও তাঁহার স্বামী বসুদেবকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিল। অষ্টম গর্ভের সন্তান কংসকে সংহার করিবে দৈববাণীতে ইহা জানিলেও দেবকীর গর্ভে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে নির্দ্দয় কংস তাহাকেই মাতৃক্রোড় হইতে লইয়া গিয়া হত্যা করে। সাতটি সন্তান হত্যা করার পর এবারে অষ্টম গর্ভ। কারাগারে প্রহরীগণকে সতর্ক ও সজাগ থাকিবার আদেশ করিয়া কংস তাহাদিগকে নির্দ্দেশ দিলেন—সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র যেন তাহাকে তৎক্ষণাৎ রাজসন্নিধানে লইয়া যাওয়া হয়। যথাকালে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। প্রসব ব্যথায় মাতা অচেতন। কারারুদ্ধ পিতা বসুদেব সন্তানের জীবনরক্ষার্থ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। দুর্বৃত্তের বিনাশের জন্য ভগবান চিরদিনই বদ্ধপরিকর। বসুদেব দৈববাণী শ্রবণ করিলেন—"যমুনার পরপারে অবস্থিত গোকুল নগরে গোপরাজ নন্দের গৃহে সন্তানকে লইয়া যাও। নন্দগৃহিণী রাণী যশোমতী এই মাত্র একটি কন্যা প্রসব করিয়াছেন। সেই সদ্যপ্রসূতা কন্যাটিকে লইয়া তৎপরিবর্ত্তে পুত্রকে রাখিয়া আইস। কন্যাটিকে কারাগারে অচেতন দেবকীর পার্শ্বে শয়ন করাইয়া রাখ।"

পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া কারাদ্বারে আসিয়া বসুদেব দেখিলেন—দ্বার উন্মুক্ত, প্রহরিগণ ঘোর নিদ্রায় অভিভূত। বিনা বাধায় বসুদেব সদ্যজাত সন্তানকে লইয়া যমুনা তীরে উপনীত হইলেন। টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছে, খরস্রোতা যমুনা দুকুল প্লাবিত করিয়া চলিয়াছে। বিপন্ন পিতা সজলনেত্রে ভগবানকে ডাকিয়া বলিলেন—"নারায়ণ! অকূলে কূল দাও প্রভো!" বসুদেব দেখিলেন—একটী শৃগাল যমুনার এপার হইতে চলিয়া ওপারে যাইতেছে। তিনি সেই শৃগালের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে আরম্ভ করিলেন। যমুনার মধ্যস্থলে আসিবামাত্র কোলের শিশুটি যেন হাত ফস্‌কাইয়া যমুনার জলে পড়িয়া গেল। পিতা পাগলের মত খরস্রোতা নদীর জল হাতড়াইতে হাতড়াইতে অপ্রত্যাশিতভাবে সন্তানকে পাইয়া কোলে লইয়া দেখিলেন—শিশুর কোনও ক্ষতি হয় নাই। যমুনা পার হইয়া দ্রুতপদে নন্দালয়ে উপনীত হইয়া দেখিলেন—গোপরাজের প্রাসাদের সমস্ত দ্বারই যেন বসুদেবের প্রবেশের জন্য উন্মুক্ত রহিয়াছে। বসুদেব যেন মন্ত্রমুগ্ধবৎ যশোমতীর সূতিকা ঘরে চালিত হইয়া, স্বীয় পুত্রকে তাঁহার পার্শ্বে শয়ন করাইয়া, তাঁহার সদ্যজাতা কন্যাটিকে কোলে লইয়া মথুরার কংস কারাগারে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কারাদ্বার তেমনি উন্মুক্ত, প্রহরিগণ তেমনি নিদ্রাভিভূত। দেবকীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া গোপরাজের কন্যাটিকে তাঁহার পাশে শয়ন করাইয়া দিলেন।

বসুদেব স্বীয় পুত্রকে কংসের কবল হইতে নিরাপদে গোকুলে নন্দালয়ে রাখিয়া গোপরাজের কন্যাটিকে মথুরায় কংস কারাগারে লইয়া আসায়, তাঁহার পত্নীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তান একদিন কংসের অত্যাচার হইতে ধরিত্রীকে উদ্ধার করিয়া কংস ধ্বংস করিবেনই, এই আনন্দে "কারাগার" নাটকে "ধরিত্রীর" চরিত্র অভিনয়কালে বিখ্যাতা অভিনেত্রী রাজলক্ষ্মী কবি নজরুল ইসলাম রচিত একটি গান গাহিয়া সকলকে এত মুগ্ধ করিয়াছিলেন যে শ্রোতৃবর্গের অনুরোধে সাতবার আঙ্কোর (Encore—পুনরাবৃত্তির) করিয়া অষ্টমবারে জোড়হস্তে সবকে নমস্কার করিয়া অক্ষমতা জ্ঞাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

বিদ্রোহী কবি নজরুলের ৬২ বর্ষ প্রবেশে তাঁহার রচিত পৌরাণিক গানখানি প্রকাশ করিলাম।

ভৈরবী—আদ্ধা কাওয়ালী

তিমির বিদারী অলখ-বিহারী
কৃষ্ণমুরারি আগত ঐ।
টুটিল আগল, নিখিল পাগল,
সর্ব্বংসহা আজি সর্ব্বজয়ী॥
বহিছে উজান অশ্রু-যমুনায়,
হৃদি-বৃন্দাবনে আনন্দ ডাকে, আয়,
বসুধা-যশোদার স্নেহ-ধার উথলায়,
কাল-রাখাল নাচে থৈ তাথৈ॥
বিশ্বজুড়ি উঠে স্তব নমোনমঃ
অরির পুরী-মাঝে এল অরিন্দম!
ঘিরিয়া দ্বার বৃথা জাগে প্রহরীজন,
বন্ধ কারামাঝে বন্ধ-বিমোচন,
ধরি' অজানা পথ, আসিল অনাগত,
জাগিয়া ব্যর্থাহত বলে মাভৈঃ॥

প্রহরিগণ জাগরিত হইয়া দেখিল রাজভগ্নী বন্দিনী দেবকী একটি কন্যা প্রসব করিয়াছেন। দুরাত্মা কংস সংবাদ পাইবামাত্র কন্যাটিকে বধার্থে প্রস্তরের উপর সজোরে নিক্ষেপ করিল—কথিত আছে, স্বয়ং মহামায়া কৃষ্ণকে রক্ষার্থ নন্দালয়ে কন্যারূপে ভূমিষ্ঠা হইয়াছিলেন। শিলাখণ্ডে নিক্ষিপ্তা হইবামাত্র কন্যাটি অষ্টভুজা মূর্ত্তি ধরিয়া আকাশমার্গে গমন করিলেন। দৈববাণী হইল—

"তোমারে বধিবে যে,
গোকুলে বাড়িছে সে"।

এই বাক্য একা কংসের জন্য নহে, সকল অধার্ম্মিক, অত্যাচারী জনপীড়কের সম্বন্ধে প্রযোজ্য। নিরীহ জনসাধারণ দুর্বৃত্তগণের কিছু করিতে পারে না সত্য। তাহাদের নিধনের জন্য শেয়ালে পথ দেখায়, যমুনার খরস্রোতেও আতুরের শিশুও ভাসিয়া যায় না, সশস্ত্র প্রহরীরাও নিদ্রায় অচেতন হইয়া থাকে। আইনের ধারা নয়নের ধারায় ভাসিয়া যায়।

হরতাল

কাছাড়ের নিরীহ সত্যাগ্রহীদের উপর আসাম সরকার গুলি চালাইয়া ১১ জন মহাপ্রাণীকে নিহত করার প্রতিবাদে গত ২৪শে মে বুধবার রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুর সহরে এবং মফঃস্বলের বহু পল্লীতে হরতাল পালিত হয়। উক্ত দিবস বৈকালে মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান শ্রীমুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে রঘুনাথগঞ্জ সদর ঘাটে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। আসাম সরকারের বর্ব্বর আচরণ সম্বন্ধে বিভিন্ন বক্তাগণ বক্তৃতা করেন।

জলকষ্টে কর্ত্তাদের অবহেলা

পল্লীগ্রামের নানাস্থান হইতে জলকষ্টের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। এই মহকুমায় প্রায় গ্রামেই টিউবওয়েল অকেজো হইয়া পড়িয়া আছে। বিভাগীয় অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে তিনি সাফ জবাব দেন—আবশ্যকীয় সরঞ্জমাদি ইষ্টকে নাই উহা আপনাদিগকে সরবরাহ করিতে হইবে। উক্ত মেরামত কার্য্যের কর্ম্মীদের আহারাদির ব্যবস্থা আপনাদিগকেই করিতে হইবে। পিপাসায় জলের ব্যবস্থা করিতে আসিয়া গ্রামবাসী কি ফ্যাসাদে পড়িলেন দেখুন। আমাদের জিজ্ঞাস্য এই অফিসের কর্ম্মীদের কর্ত্তব্য কাজ কি তাহা সাধারণের জানা একান্ত আবশ্যক। কর্ম্মীদের জন্য কি প্রকার আহারাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে তাহাও জানান বিশেষ আবশ্যক। এই বিষয়ে আমরা সুযোগ্য মহকুমা-শাসক মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১২ই জুন ১৯৬১

১৯৬০ সালের ডিক্রীজারী

১১ থাং ডিঃ সৌরেন্দ্রনাথ রায় দেং দেবেন্দ্রবিজয় মজুমদার দাবি ৩১ টাকা ৪২ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে বিজয়পুর ৮৯ শতকের কাত ২৷৷০ আঃ ১০৲ আদালত মূল্য ২৬৫৲ খং ৫৮৪, ৫৮৫

থাং ডিঃ সুধীরেন্দ্রনাথ রায় দেং রমণীরঞ্জন দাস দিং দাবি ৮৪ টাকা ১০ নঃ পঃ থানা সুতি

মৌজে হিলোড়া ১/৩ জমির কাত ৩/৫ আঃ ২৫৲ আদালত মূল্য ৭৫০৲ থং ১৭৭৬

৫৪ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ২৮ টাকা ৬৬ নঃ পঃ মৌজাদি ঐ ১-২৬ শতকের কাত ৪৲ আঃ ১০৲ আদালত মূল্য ৩৭৫৲ থং ১৭৭৬

১৯৫৯ সালের ডিক্রীজারী

১৭৩ থাং ডিঃ ঐ দেং তাহিরুদ্দিন সেখ দিং দাবি ২৫ টাকা ৪৪ নঃ পঃ মৌজাদি ঐ ১-১৬ শতকের কাত ১৲ আঃ ১০৲ আদালত মূল্য ৩৫০৲ থং ২৬৬

১৯৬০ সালের ডিক্রীজারী

৮০ মনি ডিঃ ধুলিয়ান মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনারগণ দেং রণজিৎ সিংহ দাবি ৪৮ টাকা ২৫ নঃ পঃ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে অনুপনগর ১-২৪ শতক জমি আঃ ৪০৲ আদালত মূল্য ৩৭৫৲ থং ১১১১

৪২ মনি ডিঃ মোঃ এজাহার আলি বিশ্বাস দেং নকুলচন্দ্র মণ্ডল দিং দাবি ১০৪ টাকা ৭৮ নঃ পঃ থানা সুতি মৌজে উমরাপুর ৩০৭ শতকের কাত ৮৷৶০ আঃ ১০০৲ আদালত মূল্য ৭২৫৲ থং ২২৫৭

১৯৬১ সালের ডিক্রীজারী

১৪ স্বত্ব ডিঃ শিবরাণী দেবী দেং মঙ্গল মাল দিং দাবি ৫০৫ টাকা ৫০ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে সাহেবনগর ৩-৯৬ শতকের কাত ২২৫২ আঃ ১০০৲ আদালত মূল্য ১২০০৲ থং ২৫

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৯শে জুন ১৯৬১

১৯৬১ সালের ডিক্রীজারী

১ থাং ডিঃ ষোড়শীবালা দাসী দিং দেং পীতাম্বর দাস দিং দাবি ১১ টাকা ৫১ নঃ পঃ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে ধুসরীপাড়া ৪৪ শতকের কাত ১৵৬ আঃ ৮৲ আদালত মূল্য ১০০৲ কোর্ফা স্বত্ব

১৯৬০ সালের ডিক্রীজারী

৯ মনি ডিঃ সাবিত্রীসুন্দরী দেবী দেং স্নেহলতা দেবী দিং দাবি ২৫২/৬ থানা সাগরদীঘি মৌজে কান্তনগর ৩-৯৭ শতকের কাত ৮৷/১ আদালত মূল্য ১২০০৲ থং ৩২৯ ২নং লাট মৌজাদি ঐ ৪০৬ শতকের কাত ৭৷৴/৩ আঃ ১২০০৲ থং ৩৩০ ৩নং লাট মৌজাদি ঐ ৪-৪৪ শতকের কাত ১০৵১০ আঃ ১২০০৲ থং ৩০৪

৩৭ স্বত্ব ডিঃ ঘন মণ্ডলানী দেং মজেদানী চৌধুরী দাবি ১০৬ টাকা ৬৫ নঃ পঃ থানা ফরক্কা মৌজে সুদনা ১-৯৪ শতকের কাত ৫৷/৮ তন্মধ্যে ⅓ অংশ নিলাম হইবে। আঃ ২০০৲ থং ৮১

বিজ্ঞাপন-বৈচিত্র্য

জ বা কু সু ম তৈ লে র গু ণ অ তু ল নী য়

উল্লিখিত বাক্যের যে কোন অক্ষর কেহ মনে করিলে, তাঁহার মনোনীত অক্ষর নিম্নলিখিত কবিতার সাহায্যে বলিয়া দেওয়া যায়। মনে করুন কেহ (লে) মনে করিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন আপনি নিম্নলিখিত পদ্যটী পড়িয়া বলুন কোন্ কোন্ ষ্ট্যাঞ্জায় আপনার অক্ষরটী আছে। তিনি পাঠ করিয়া অবশ্য বলিবেন (২) ও (৫) ষ্ট্যাঞ্জায় আছে। কারণ (লে) আর কোন ষ্ট্যাঞ্জায় নাই। আপনি ২ ও ৫ যোগ করুন, যোগফল হইল ৭। তাঁহার মনোনীত অক্ষর ঠিক ৭ম স্থানে আছে। এইরূপে সব অক্ষর বলা যায়।

(১)

আয়ুর্ব্বেদ-জলধিরে করিয়া মন্থন,
সুক্ষণে তুলিল এই মহামূল্য ধন।
বৈদ্যকুল-ধুরন্ধর স্বীয় প্রতিভায়;
এর সমতুল্য তেল কি আছে ধরায়?

(২)

এই তৈলে হয় সর্ব্ব শিরোরোগ নাশ,
অতুল্য ইহার গুণ হয়েছে প্রকাশ।
দীনের কুটির আর ধনীর আবাসে,
ব্যবহৃত হয় নিত্য রোগে ও বিলাসে।

(৩)

চুল উঠা টাকপড়া মাথা ঘোরা রোগে,
নিত্য নিত্য কেন লোক এই দেশে ভোগে!
সুগন্ধে ও গুণে বিমোহিত হয় প্রাণ,
সোহাগিনী প্রসাধনে এই তেল চান।

(৪)

কমনীয় কেশ গুচ্ছ এই তেল দিয়া,
কৃষ্ণবর্ণ হয় কত দেখ বিনাইয়া,
তুষিতে প্রেয়সী-চিত্ত যদি ইচ্ছা চিতে,
অনুরোধ করি মোরা এই তৈল দিতে।

(৫)

চিত্তরঞ্জন এভিনিউ চৌত্রিশ নম্বর—
বিখ্যাত ঔষধালয় লোক হিতকর
অবনীর সব রোগ হরণ কারণ,
ঔষধের ফলে তুষ্ট হয় রোগিগণ।

রচনা—শ্রীশরৎ পণ্ডিত (দাʼঠাকুর)

চারিদিকে কলেরা হইতেছে। সরকারী ইন্-জেক্সনের ব্যবস্থা যেখানে নাই। নিম্নলিখিত মুষ্টিযোগ ব্যবহার করিবেন।

বিসূচিকা (ওলাউঠা)

—•—

১। বেলশুঁঠ, শুঁঠ, কট্‌ফল ইহাদের ক্বাথ পানে মলভেদ, বমি, পিপাসা, শূল, হস্তপদে খাল ধরা ইত্যাদি উপসর্গ দূর হয়।

২। যবচূর্ণ ও যবক্ষার তক্র (ঘোল দ্বারা মর্দ্দন করতঃ উষ্ণ করিয়া উদরে প্রলেপ দিলে বিসূচিকা নষ্ট হয়।

৩। বিসূচিকা অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে প্রাণরক্ষার জন্য তক্র (ঘোল) প্রয়োগ করিবে।

৪। এক ছটাক ইন্দ্রযব এক সের জলে সিদ্ধ করতঃ আধসের থাকিতে নামাইয়া আধ ঘণ্টা অন্তর এক এক ঝিনুক খাওয়াইলে উপকার দর্শে।

৫। প্রথমাবস্থায় কচি আপাং মূল অর্দ্ধ তোলা ৫।৬টি গোলমরিচ সহ বাটিয়া এক ছটাক জলে গুলিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর মাত্রায় ৫।৭ বার খাওয়াইলে উপকার হয়।

৬। কর্পূর ২ রতি, চূণ ৮ রতি ও শুঁটচূর্ণ ৪ আনা একত্রে মাড়িয়া ৮ ভাগ। এই ঔষধ ১৫ বা ৩০ মিনিট অন্তর খাওয়াইলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। দাস্ত ও বমি বন্ধ হইলে ঔষধ আর খাওয়াইবে না।

৭। ওলাউঠা প্রথমাবস্থায় কুকসিমা পাতার রস খাওয়াইলে বিশেষ উপকার দর্শে।

৮। রক্তচন্দন ২ রতি, অহিফেন ৩ রতি ও পুরাতন গুড় ৩ রতি একত্রে মিশাইয়া শীতল জলসহ প্রত্যেক দাস্তের পর পান করাইলে উপকার হয়। দাস্ত বন্ধ হইয়া গেলেও ২।৩ দিন পর্য্যন্ত দিনে দুইবার করিয়া ইহা প্রয়োগ করিতে হয়।

৯। একটি সূচের অগ্রদেশে একটি গোলমরিচ বিদ্ধ করিয়া উহাকে প্রদীপের শিখায় দগ্ধ করিয়া সেই ধূমের নস্য লইলে ওলাউঠা জনিত হিক্কা প্রশান্ত হয়।

১০। গ্রীবা ও মেরুদণ্ডে রাইসরিষা বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে সত্বর হিক্কা ও বমি নষ্ট হয়।

১১। মুড়ি ভিজান জল ছাঁকিয়া অল্প মাত্রায় খাওয়াইলে বমি ও তৃষ্ণার উপশম হয়।

১২। সর্ষপ বাঁটিয়া উদরে প্রলেপ দিলে বমন নিবারিত হয়।

১৩। স্থল পদ্মের রস চিনির রস সহ পান করিলে ওলাউঠাজনিত মূত্ররোধ নিবারিত হয়।

১৪। পাথরকুচি পাতা ও সোয়া একত্রিত বাঁটিয়া তলপেটে প্রলেপ দিলে প্রস্রাব হইয়া থাকে।

১৫। তেলাকুচার মূল কাঁজিতে বাঁটিয়া নাভি-দেশে প্রলেপ দিলে মূত্ররোধ নিবারিত হয়।

১৬। গোমূত্র গরম করিয়া পেটে সেদ দিলে ওলা ঠাজনিত পেট বেদনা নিবারিত হয়।

১৭। বরফ জল অল্প অল্প করিয়া সেবন করিলে অতি সত্বর তৃষ্ণা নিবারিত হয়।

১৮। ভাজা বালির পুটলী করিয়া কাঁজিতে ডুবাইয়া স্বেদ দিলে খিলধরা প্রশান্ত হয়।

১৯। খাঁটি সরিষার তৈল কুড়চূর্ণ ও সৈন্ধব লবণ মিশাইয়া গরম করতঃ মালিশ করিলে খালধরা দূর হয়।

বিবাহ-পণ নিবারণ বিল

—•—

গত ৯ই মে সংসদের উভয় সভায় যুক্ত অধিবেশনে বিবাহ-পণ নিবারণ বিলটী গৃহীত হয়। একণে উহা রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য পেশ করা হইবে। পরে উহা জম্মু ও কাশ্মীর ব্যতীত সমগ্র দেশে চালু করা হইবে। তখন বিবাহ-পণ দেওয়া ও নেওয়া দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে এবং অপরাধীর অনধিক ছয় মাস কারাদণ্ড অথবা অনধিক ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়বিধ দণ্ড হইবে। বিবাহের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া নগদ অর্থ, গহনাপত্র, কাপড় জামা অথবা অন্যান্য দ্রব্য দিলে উহা বিবাহ-পণ বলিয়া গণ্য হইবে না।

—প্রেঃ, ইঃ, ব্যুঃ

মধ্যপ্রদেশ থেকে ধান আমদানি

সরকার ৩-০২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মধ্যপ্রদেশ সরকারের নিকট থেকে ৮৫৮ টন ধান ক্রয়ের সিদ্ধান্ত করেছেন। উক্ত ধান কলিকাতায় স্থানীয়ভাবে ভানিয়ে চাল করা হবে এবং আগামী শস্যাভাবের সময় (যে সময় মূল্য বৃদ্ধির প্রবণতা থাকে) বর্ত্তমান খুচরা দোকানগুলির মাধ্যমে ক্রেতাদের নিকট বিক্রয় করা হবে।

বাড়ী বিক্রয়

জঙ্গিপুর ফৌজদারী কোর্টের সন্নিকটে ফাঁসিতলায় দুইখানি পাকা বাড়ী বিক্রয় হইবে। খরিদেচ্ছুকগণ স্বয়ং অথবা পত্র দ্বারা অনুসন্ধান লউন।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ রায়

কাঞ্চনতলা, পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)

সরকারী বিজ্ঞপ্তি

মুর্শিদাবাদ আঞ্চলিক পরিবহণ প্রাধিকার এবং এই জেলার প্রত্যন্তবর্তী মহকুমা শাসকগণের নোটিশ বোর্ডে পাবলিক ক্যারিয়ারের পারমিট প্রদান ও পুনর্নবীকরণ, প্রাইভেট ক্যারিয়ারের পারমিট পুনর্নবীকরণ এবং ট্যাক্সির কনট্রাক্ট ক্যারেজ পারমিটের জন্য আবেদনকারিগণের একটি তালিকা টাঙাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বহরমপুর—কুশাবেরিয়া-ঘাট (ডোমকল হইয়া) রুটের যাত্রীবাহী বাসের স্থায়ী রুট পারমিটের জন্য আবেদনকারীদের একটি তালিকা মুর্শিদাবাদ আঞ্চলিক পরিবহণ প্রাধিকার ও এই জেলার প্রত্যন্তবর্তী মহকুমা শাসকগণের নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শিত হইতেছে। উপরি উক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে কোনোরূপ বক্তব্য থাকিলে তাহা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার পর তিরিশ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক গৃহীত হইবে। আবেদনসমূহ এবং বক্তব্যগুলি বিবেচিত হইবার তারিখ, সময় ও স্থান সংশ্লিষ্ট সকলকে যথাকালে জানানো হইবে। স্বাক্ষর:— বি, চৌধুরী, মুর্শিদাবাদ আঞ্চলিক প্রাধিকারের সচিব।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী
ও
সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত
যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর নির্দ্ধারিত মূল্যে
আমাদের এখানে পাবেন।
এজেণ্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ
আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী।
রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট. পোঃ বিডন ষ্ট্রীট. কলিকাতা—৬
টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৫১৯
প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে
রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে

আমেরিকায় আবিষ্কৃত
ইলেকট্রিক সলিউসন
— দ্বারা —
মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অবাধ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পটার সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ২৲ দুই টাকা ও মাশুলাদি ১·১৯ এক টাকা উনিশ নয়া পয়সা।
সোল এজেণ্ট :—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

শ্রীঅরুণ।
কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট ও ফটোগ্রাফার
ছায়াবাণী সিনেমার সম্মুখে
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ
ফটো তোলা, ফটো ওয়াশ, প্রিণ্ট ও এন্‌লার্জ করা, সিনেমা স্লাইড তৈরী প্রভৃতি যাবতীয় কাজ এবং নানাপ্রকার ছবি ও সূচীকার্য্য সুন্দররূপে বাঁধান হয়।